ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ও পৌর যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ও পৌর যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (১৩মে) সকাল সাড়ে ১১টার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

দিনব্যাপি এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ নবী নেওয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বাবু সুব্রত কুমার পাল (সিআইপি), এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অ্যাড.ড.শামীম আল সাইফুল সোহাগ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও স্থানীয় অতিথি হিসেবে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরণ,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বিশ্বাস,বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য হুমায়ুন কবির, ইঞ্জিনিয়ার প্রতিক ঘোষ, শেখ জসিম উদ্দিন ও অ্যাড.এম.হাসানুজ্জামান তুষার।

সকালে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন। সদর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক ইব্রাহিম খলিল রাজার সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাশিদুর রহমান রাসেল, হাফিজুর রহমান, রাজু আহম্মেদ ও শফিকুল ইসলাম শিমুল।

প্রথম অধিবেশন শেষে বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশ শুরু হয়। এতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সভাপতি পদে কাউন্সিলররা ৭জনের, সাধারণ সম্পাদক পদে ১১জনের নাম প্রস্তাব করেণ এবং ঝিনাইদহ পৌর যুবলীগের সভাপতি পদে ৭জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ১৩ জনের নাম প্রস্তাব করেণ। স্থানীয়ভাবে কোন সমঝোতা না হওয়ায় প্রধান বক্তার প্রস্তাবে এবং কাউন্সিলরদের সমর্থনে প্রস্তাবিত নামের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের পরামর্শে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানান।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা বাবু সুব্রত পাল বলেন,‘ভাই লীগ, দাদা লীগ ও দিদি লীগের দিন শেষ। আগামী নির্বাচনে জায়ামাত বিএনপিকে মোকাবেলা করতে হবে, আপনারা নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করবেন না। লাঠি রাখবেন, সামনে জামায়াত-বিএনপিকে মোকাবেলা করার জন্য’।

উল্লেখ যে, দীর্ঘ দুইযুগ পর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ও ঝিনাইদহ পৌর যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বশেষ ১৯৯৮সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনকে ঘিরে ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের মধ্যে প্রাণ-চঞ্চলতা ফিরে এসেছে। শহরজুড়ে মিছিল-মিটিং আর চায়ের আড্ডায় কারা নেতৃত্বে আসছে এই নিয়ে আলোচনা সমালোচনা দেখা গেছে। আওয়ামী যুবলীগের একাধিক গ্রæপ মিছিল সহকারে সম্মেলন স্থলে গিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে। এর আগে সদর উপজেলা এবং পৌর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হতে ৭৯ জন যুবনেতা তাদের জীবন বৃত্তান্ত জমা দিয়েছিল।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলো স্বেচ্ছাসেবক লীগ

মেহেরপুরের হরিরামপুর গেট সংলগ্ন জমিতে কৃষক জয়নাল আবেদীনের ধান কেটে দিচ্ছেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আজ সোমবার (৮ মে) সকালের দিকে হরিরামপুরে গ্রামে কৃষক জয়নাল আবেদীনের ধান কেটে দেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

কৃষক জয়নাল আবেদীন বলেন আমি দেড় বিঘা ধান লাগিয়েছি আমার ধান কাটতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই আমি মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন ভাইকে ফোন দিয়ে আমার সমস্যার কথা বলি আজ তারা আমার ধান কেটে দিচ্ছে তিনি আরো বলেন বর্তমানে লেবারের যে দাম আমার এই ধান কাটতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ হতো।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন বলেন কৃষকদের শোনার ফসল সঠিক ও সুস্থভাবে বাড়িতে পৌঁছাতে পারে তারি ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতৃবৃন্দ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতৃত্বে আজকের এই প্রোগ্রাম আমরা হাতে নিয়েছি। আগামী দিনেও আমাদের ধানকাটা কর্মসূচি চলমান থাকবে।

তিনি আরও বলেন যদি কোন কৃষক ভাই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মেহেরপুর জেলা শাখার স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতৃবৃন্দদের জানাই আমরা তড়িৎ গতিতে পদক্ষেপ নিয়ে কৃষকের সোনার ফসল ঘরে তুলে দেওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক চেষ্টা করব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক ওয়াসিম আহমেদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য রাশেদুল হাসান আনন্দ, আমঝুপি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়া, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক শিক্ষা ও পাঠ্য সম্পাদক মিজানুর রহমান আবু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যুবদল নেতা জাহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মছের উদ্দীন সর্দারের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) ইস্রাফিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ রবিবার দিবাগত রাতে বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে জাহিদকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সরকার বিরোধী নাশকতার পরিকল্পনা মামলায় জাহিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা যুবদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিনা উস্কানিতে মিথ্যা মামলায় যুবদলের এই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত যুবদল নেতা জাহিদুলকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মানবকল্যাণে নিজেকে মেলে ধরেছেন এম এ এস ইমন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এমএএস ইমনের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। তরুণ রাজনীতিক এম এ এস ইমন সমাজের গরীব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা দেওয়ায় তিনি এখন মানুষের মুখে মুখে।

জনপ্রিয় এই রাজনীতিক নিজস্ব অর্থায়নে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে টিউবওয়েল ও হতদরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেসিন বিতরণ করেছেন। এলাকার অসহায় গরিবদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজের অর্থায়নের তাদেরকে এসব বরাদ্দ দেন।

এম এ এস ইমন বলেন গরিবের মুখে হাসি ফুটলেই আমার আনন্দ। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যারা অসহায় দরিদ্র রয়েছে যাদের কেনার মতো কোনো সামর্থ নেই এসব পরিবারের মাঝে নিজ অর্থায়ন এসব বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃত সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী আরিফা খাতুন বলেন, আমার মত অসহায় দারিদ্রপিড়ীত মানুষকে ইমন ভাই একটা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছেন। আমি এখন সেলাই মেশিন থেকেই আমার পরিবারের ভরণ পোষণ করছি। আল্লাহ যেনো তার মনের আশা পুরুণ করেন।

আমঝুপি গ্রামের মৃত মুশিরুল ইসলামের স্ত্রী কাজল রেখা, মেহেরপুর শেখপাড়া এলাকার সাইফ হোসেনের স্ত্রী সায়লা খাতুন বলেন, আমার পরিবারের আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পেতে ইমন ভাই আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন। আমরা এখন সাবলম্বি হয়েছি সেলাই মেশিন পেয়ে।

রামদাসপুর গ্রামের তাহাজ উদ্দীন ও কুলবাড়িয়া গ্রামের সাহার আলী বলেন, আমাদের মহল্লার মানুষের সুবিধার্থে সুপিয় পানির ব্যবস্থা করতে ইমন ভাই টিউবওয়েল বসিয়েছেন। আমরা এখন বিশুদ্ধ পানি পান করছি। ইমন ভাইয়ের সাফল্য কামনা করছি। তারা বলেন আমরা খুবই আনন্দিত এমন একজন জনদরদি মানুষ পেয়ে।

মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার রেহেনা খাতুন ও নার্গিস খাতুন বলেন, এধরণের জনদরদী মানুষ এই সমাজে দরকার। ইমন ভাই আমাদের প্রতিনিয়ত খবর নিচ্ছেন। অন্যান্য সময়েও আমাদেরকে পাশে থেকে সবসময় খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। এমন রাজনীতিক নেতা আমাদের দরকার। আমরা কোন কিছুর জন্য তার কাছে গেলে কোন কিছুতেই সে আমাদেরকে নিরাস করে না। নিজের অর্থ খরচ করে হলেও আমাদের পাশে দাঁড়ায়।

এব্যাপারে এমএএস ইমন বলেন, একজন মানুষ হিসেবেই অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমি চাই আমাদের সমাজে যারা বিত্তবান রয়েছে তারা যেনো অসাহায়, দিন মজুর মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের কল্যাণ করেন। এদিকে এমএএস ইমন, সরকারের সাফল্য মানুষের কাছে পৌছে দিতে প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার জন্য বর্তমান সরকারের উন্নয়নচিত্র তুলে ধরে বুকলেট বিতরণ করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পাটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পাটির সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ডাক বাংলা চত্বরে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পাটির সভাপতি সহিদুল আলম।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় পাটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আঃ লতিফ এলকিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক খতিব আলি, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষক পাটির সভাপতি আবু জাফর, দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদক হাজী জামাল উদ্দীন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্র সমাজের যুগ্ম আহ্বায়ক নাইম হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জাতীয় পাটির সভাপতি আশরাফ মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন জাতীয় পাটির সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন, জাতীয় পাটির নেতা আশরাফুল হক প্রমুখ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পাটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহিদ আজম সদু।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বোনের মৃত্যুর শোকে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

বোন নবীছন নেছার মৃত্যুর ১৭ ঘন্টা পর মারা গেলেন তার বড় ভাই সুন্নত আলী।
ঘটনাটি মেহেরপুৃর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার।

স্থানীয়রা জানান, বিগত ৫ রমজানের দিনে নবীছন নেছা ঘরে লেম্প জালাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। অবশেষে গতকাল মঙ্গলবার (২ মে) সকাল ৮ টার সময় মারা যান তিনি। বিকালে দফন শেষ করে এসে ভাই সুন্নত আলী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে মঙ্গলবার (২ মে) দিবাগত রাত তিনটার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি।

সুন্নত আলী স্থানীয় মসজিদের মুয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করতেন। সে ওই গ্রামের মৃত জাহিদ শেখের ছেলে।
কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ভাই বোনের মৃত্যু নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়নে দুই শতাধিক ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে বারাদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ক্লাব ও যুব সমাজের মধ্যে ফুটবল ও ক্রিকেট সেট বিতরণ করা হয়েছে।
সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম ক্লাব ও সংগঠণগুলোর সভাপতি ও সম্পাদকদের হাতে ফুটবল ও ক্রিকেট সেট তুলে দেন।
আজ সোমবার (১ মে) সকালের দিকে বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এই ইউনিয়নের প্রায় দুই শতাধিক ফুটবল ও ১২ সেট ক্রিকেট প্রদান করা হয়েছে।
এসময় বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা আব্দুল মান্নান, প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা কাজী সাহেবসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল ওয়ার্ডের মেম্বরগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পানির বোতল ও কলম উপহার দিলো ছাত্রলীগ

কুষ্টিয়ার মিরপুরের আমলা-সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে কলম-স্কেলসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে ছাত্রলীগ। পরীক্ষার্থীদের তৃষ্ণা নিবারণে দেওয়া হয়েছে বিশুদ্ধ পানিও।

রবিবার এসএসসি পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত মিরপুরের আমলা-সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের এসব উপহার দেওয়া হয়।

এই আয়োজনের উদ্যোক্তা মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন। তার সঙ্গে ছিলেন মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

আসলাম আরেফীন জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতা-কর্মীদের আচরণে কিছু পরিবর্তন আনার জন্য তারা এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের মাঝে তারা বিতরণ করেছেন ৫’শ কলম, ৩’শ বিশুদ্ধ খাবার পানির বোতল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ।

স্থানীয় ছাত্রলীগের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পরীক্ষার্থীরা।

এসএসসি পরীক্ষার্থী আমিন ও গোলাম মোস্তফার মতে, ছাত্রনেতাদের উদ্যোগ থাকতে হবে এমন পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। যা থেকে তরুণরা রাজনীতিতে উৎসাহিত হবে।

আমলা-সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এসব কর্মসূচি পালন করেছে। এতে পরীক্ষায় কোনো

বিঘ্ন ঘটেনি।

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিলো ছাত্রলীগ

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে এখন পাকা ধান। মাঠে যাদের পাকা ধান রয়েছে আকাশে মেঘ দেখলেই তাঁরা পড়ছেন চরম দুঃশ্চিন্তায়। ধান পুরোপুরি পেকে গেলেও শ্রমিক সংকটের কারণে অনেক কৃষকই সঠিক সময়ে ধান কাটতে পারছেন না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

শনিবার (২৯ এপ্রিল) সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী ইমদাদুল হক সজলের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বুজরুক গড়গড়ি বুদ্ধিমানপাড়ার রেজাউল নামের এক কৃষকের দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে বেঁধে দিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ধান কাটা বাঁধা কাজে মাঠে উপস্থিত থেকে সজলকে সহযোগিতা করেন আরফিন সজীব, সুমন নাসিম, রাইসুল ইসলাম, ইউসুফ, লিখন, সাব্বির, তৌকি, অংকন, অনিক, আল-মামুন, রোমেল-সহ ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মীবৃন্দ।

গাজী ইমদাদুল হক সজল জানান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আমরা কৃষকের জমির পাকা ধান কেটে দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছি। করোনাকালেও আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক কৃষকের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। সামনের দিনেও এধরনের কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রাখবো। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় অসহায় মানুষের পাশে আছে, অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ভয়ঙ্কর যুবলীগ নেতা মিঠু!

চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, চুরি, নির্যাতন, হত্যা, নারী লোভী এমন কোন অপরাধ নেই যে নামের সাথে জড়াননি মিঠু। এত অপকর্মের হোতা আরিফুল ইসলাম মিঠুর বিরুদ্ধে এবার ফূঁসে উঠেছে গ্রামবাসী। অভিযুক্ত আরিফুল ইসলাম মিঠু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং মহাজনপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে। তার বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, বোমাবাজিসহ ৫টি মামলা চলমান রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মহাজনপুরে এসকল অপকর্ম তুলে ধরে তার থেকে রক্ষা পেতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছে স্থানীয় রাজনীতিবীদ ও গ্রামবাসীরা। মানববন্ধনে প্রায় দুই শতাধিক নারী পুরুষ অংশ নেন। তবে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের কথা জানতে পেরে আত্মগোপনে রয়েছেন অভিযুক্ত আরিফুল ইসলাম মিঠু।

মানবন্ধনে মিঠুর বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে বক্তব্য দেন, মহাজনপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য সোহরাভ হোসেন কালু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. ফিদু, সাবেক সদস্য জহুরুল ইসলাম স্বপন, সাবেক সদস্য আব্দুল হান্নান, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক শেখ মিসকিন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল গণি, আব্দুল বারি, মজিবার রহমানম, বিএনপি নেতা আমির হোসেন, মসজিদের ইমাম মো. আজবাহার, যুব মহিলালীগ নেত্রী গুলশানারা রুনু, স্থানীয় অঅনারুল ইসলাম, সায়েম খন্দকার প্রমুখ।

মানববন্ধনে তারা লিখিত বক্তব্যে বলেন, সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে মিঠু মামাদের পরিবারে থেবে বেড়ে ওঠে। তার মামা ইজারুল ইসলাম ও মো. এনামূল হকের ছত্রছায়ায় অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন অপকর্মে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। যতবার অপকর্ম করেছে তারা মামারা তাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা করেছে।

বিভিন্ন সময়ে চাঁদা না দেওয়ার কারণে আব্দুল গণিকে মহাজনপুর হাটে

প্রকাশ্য পিলারের সাথে বেধে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করে মিঠু। মহাজনপুর উত্তর পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবেদ আলীর বাড়িতে বোমাবাজি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বাবপুর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের সদস্য রতন চাঁদা দিতে না পারায় মিঠু নিজেই রতনের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে। যে মামলা আদালতে বিচারাধীন।

মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে তিন অভিভাবক সদস্য প্রার্থীকে রাতের অন্ধকারে পিস্তল ঠেকিয়ে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছিলো মিঠু। একই বছরে সাবেক সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য মোছা. গুলতা খাতুনের বাড়ি জবর দখলে নিয়ে নিজে ঘর তৈরি করে। মহাজনপুরের সার ও ডিজেল ব্যবসায়ী সুবোল চন্দ্র সাহা হত্যা মামলারও আসামি মিঠু।

মহাজনপুর ইউপি নির্বাচনের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য প্রার্থী মোঃ সোহরাব হোসেন কালুর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ানোর জন্য হুমকি প্রদর্শন করে। একই বছর তার শ^শুর বাড়িতে সন্ত্রাসীদের নিয়ে মিটিং চলা অবস্থায় তৎকালীন মুজিবনগর থানার ওসি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘেরাও করলে সে কয়েক রাউন্ড গুলি এবং আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়।

গত বছর নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলী ফিদুর ভাড়ায় চালিত মাটিকাটার যন্ত্র এক্সকাভেটর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া এবং দুই বিঘা কলা ও পেঁপে গাছ রাতের অন্ধকারে কেঁটে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে মিঠুর বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী দিনমজুর ফজলু তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজ গ্রাম ছেড়ে ভবানীপুর গ্রামে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। চলতি বছরের গত ২৮ মার্চ হেলাল উদ্দীন তাপুর মহাজনপুর হাটের কাছে অবস্থিত বাড়ি মিঠু তার মামাদের সহযোগীতায় ভাংচুর করে এবং বাড়ি সংলগ্ন দোকানের মালামাল লুটপাট করে। তাপুর মামা আব্দুল মান্নান এর প্রতিবাদ করায় পরদিন ২৯ মার্চ বিকালে মিঠু আব্দুল মান্নানকে দেশিয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে। গ্রামে মিঠু এবং তার পরিবার ক্যাসিনো সম্রাট (অনলাইন জুয়া) নামে পরিচিত। বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে এজেন্ট ব্যাংক এবং চ্যানেল দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

অভিযুক্ত যুবলীগ নেতা আরিফুল ইসলাম মিঠুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও সে আত্মগোপনে থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু বলেন, মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মিঠুর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ পেয়েছি। আমরা সাংগঠনিকভাবে তদন্ত করে জেলা কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল জানান, আরিফুল ইসলাম মিঠুর নামে সম্প্রতি একটিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সে আত্মগোপনে রয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।